দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

# এমসি ছাত্রাবাস পোড়ানোর তদন্ত প্রতিবেদন

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রাবাস পোড়াইয়া দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে চলতি
মাসের ৮ তারিখে। খেলার মাঠে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের তুচ্ছ হাতাহাতিকে কেন্দ্র করিয়া আগুন
লাগানোর মতো সহিংস এই ঘটনা ছিল যেমন অবাঞ্ছিত, তেমনি নিন্দনীয়। অগ্নিকাণ্ডে ছাত্রাবাসের
৪২টি কক্ষ পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাস ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে না
পারিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজটি বন্ধ ঘোষণা করে। ঘটনা তদন্তে জেলা প্রশাসন ও কলেজ
কর্তৃপক্ষ যথারীতি দুইটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে। জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-
এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি নির্ধারিত ১০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া গত সোমবার
তদন্ত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কাছে দাখিল করিয়াছে। তদন্ত কমিটির সূত্রে জানা গিয়াছে, সিলেট
এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে বহিরাগতদের নিয়া ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাই আগুন দিয়াছেন। তদন্ত
প্রতিবেদনে অগ্নিসংযোগকারী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নাম যাচাই বাছাই এবং অপরাধ শনাক্ত
করিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে অধিকতর তদন্তেরও সুপারিশ করিয়াছে এই
কমিটি।

জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটি মোট ৫২ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাভিত্তিক তদন্ত প্রতিবেদন
তৈরি করিয়া জমা দিয়াছে। তদন্ত কমিটি অগ্নিসংযোগকারী হিসাবে ছাত্রলীগকেই শনাক্ত করিয়াছে।
জেলা ছাত্রলীগ ও কলেজ শাখার ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাসহ ২৫-৩০ জনের নামও উল্লেখ
করা হইয়াছে তদন্ত প্রতিবেদনে। তদন্ত কমিটি সূত্র আরো জানাইয়াছে, ছাত্রাবাস পোড়ানোর ঘটনায়
নামোল্লেখিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সশস্ত্র অবস্থায় আরও শতাধিক বহিরাগত ছিল।
বহিরাগতদের ছাত্রাবাসে ঢুকিতে মদদ দিয়াছেন এম.সি কলেজের পাশে টিলাগড় এলাকার বাসিন্দা
জেলা আওয়ামী লীগের দুইজন নেতা। ভবিষ্যতে এই ধরনের সহিংসতা মোকাবিলায় প্রতিবেদনে ১১টি
প্রস্তাবও সুপারিশ করা হইয়াছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু
অবাঞ্ছিত সহিংস ঘটনা ঘটাইয়া সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বিগত তিন বৎসরে
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান ১৮
জন ছাত্র। প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের বহুবার সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, সন্ত্রাস
করিয়া কেহই পার পাইবে না। ছাত্রলীগের কিছু কর্মীর উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি এই ছাত্র
সংগঠনের 'সাংগঠনিক প্রধান'-এর দায়িত্বে না থাকার কথাও ঘোষণা করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বা
সাংগঠনিকভাবে যে পদক্ষেপই নেওয়া হউক না কেন, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য সহিংস
ঘটনার পর দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়াটা জরুরি। এ যাবৎ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
ছাত্রহত্যাসহ যত সহিংসতা ও অপরাধমূলক ঘটনা ঘটিয়াছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সেইসব ঘটনার
জন্য দায়ী অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দৃষ্টান্ত বিরল। প্রকৃত অপরাধীদের তদন্তের
মাধ্যমে শনাক্ত ও বিচার না করাটা উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসংগঠনগুলির মধ্যে তুচ্ছ কারণেও
সহিংসতামূলক ঘটনায় উৎসাহ যোগানোর নামান্তর। কাজেই আমরা আশা করি, তদন্তের ফলাফলের
ভিত্তিতে সিলেটের এমসি কলেজ হোস্টেলের ছাত্রাবাসে আগুন লাগানোর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৎপর হইবে।